শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

অন্ত্যখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায় হইতে ভগবান্ শ্রীগৌরহরির সন্ন্যাসিরূপে দিব্যোন্মাদময় শ্রীনামপ্রচার-প্রধান অন্ত্যখণ্ড আরম্ভ হইয়াছে।

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর শ্রীকেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর কাটোয়ায় সেই রাত্রি-যাপন, মুকুন্দকে কীর্তনারম্ভে আজ্ঞাপ্রদান, ভারতীকে প্রেমদান ও তৎসহ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা, নবদ্বীপ-বাসীর বিরহ ও আকাশ-বাণী, রাঢ়দেশে প্রবেশ, পশ্চিমাভিমুখ হইতে পূর্বাভিমুখে হঠাৎ গতি-পরিবর্তন, নিত্যানন্দকে শচীমাতা ও ভক্ত-বৃন্দের সান্ত্বনা-প্রদানার্থ নবদ্বীপে প্রেরণ, প্রভুর ফুলিয়া-নগরে আগমন-বার্তা শুনিয়া নবদ্বীপবাসীর তথায় আগমন, শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য-মন্দিরে গমন, শিশু অচ্যুতানন্দের মুখে তত্ত্বকথা-শ্রবণ, নিত্যানন্দ-সহ নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের শান্তিপুরে আগমন, প্রভুর অদ্বৈত-মন্দিরে অদ্ভুত কীর্তন-নৃত্য-বিলাস ও বিষ্ণুখট্টায় উপবেশনপূর্বক স্বমুখে নিজতত্ত্ব প্রকাশাদি ঘটনা-সমূহ মুখ্য-রূপে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর কাটোয়ায় শ্রীকেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিবার পর সেই রাত্রি কাটোয়ায় অবস্থান করেন এবং মুকুন্দকে কীর্তন করিতে আজ্ঞা প্রদানপূর্বক স্বয়ং অদ্ভুত ভাবাবেশ ও নৃত্যলীলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নৃত্যকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু কেশবভারতীকে অনুগ্রহ-আলিঙ্গন প্রদান করিলে কেশবভারতীর অঙ্গে সদ্য সদ্য প্রেম-ভক্তির সাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকটিত হইল। পর দিবস প্রভাত হইবা-মাত্রই শ্রীগৌরহরি শ্রীকেশবভারতীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে ভারতীও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সংকীর্তনরঙ্গে কৃষ্ণানুসন্ধানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গুরুদেবকে অগ্রণী করিয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রকাশার্থ বনের দিকে যাত্রা করেন এবং চন্দ্রশেখর আচার্যকে শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সকলের নিকট প্রভুর কৃষ্ণানুসন্ধান ও গমনের বার্তা জ্ঞাপনার্থ আদেশ প্রদান করেন। শ্রীচন্দ্রশেখরের মুখে শ্রীশচীদেবী, শ্রীঅদ্বৈতপ্রমুখ নবদ্বীপবাসি-ভক্তগণ প্রভুর সন্ন্যাস-লীলা বা বনগমন-

বার্তা শ্রবণ করিয়া প্রভুর বিরহে অধিকতর মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। সকলেই মনে করিলেন যে, প্রভুর বিরহে তাঁহারা শরীর ত্যাগ করিবেন, এমন সময় এক আকাশ-বাণী হইল যে, মহাপ্রভু দুই চারিদনের মধ্যেই তাঁহাদের (নবদ্বীপবাসীর) সহিত সম্মিলিত হইয়া পূর্ববৎ বিহারাদি করিবেন। এদিকে সন্ন্যাসি-রূপী গৌরসুন্দর নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ ও কেশবভারতী প্রভৃতির সহিত পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন এবং অনুগামিগণ-মণ্ডলীকে অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি-রস-দানরূপ কৃপা বিতরণ করিলেন। প্রভু রাঢ় দেশে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন এবং রাঢ় দেশের প্রাকৃতিক শোভা ও গাভীগণকে মাঠে বিচরণ করিতে দেখিয়া পূর্ব লীলার স্মৃতি উদ্দীপ্ত হওয়ায় 'হরি' নাম উচ্চারণপূর্বক নৃত্য-কীর্তন-হুঙ্কার-গর্জন আরম্ভ করিলেন। বক্রেশ্বর শিব যে নির্জন বনে বাস করেন, মহাপ্রভু তথায় নির্জন-ভজন-লীলা করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কোন এক রাত্রিতে ভক্তগণ-সহ জনৈক সুকৃতিমান ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিয়া বিশ্রাম-লীলা প্রদর্শন করিতেছিলেন, একপ্রহর কাল রাত্রি থাকিতে গৌরসুন্দর ভক্তগণকে ছাড়িয়াই গোপনে চলিয়া গেলেন এবং এক প্রান্তর ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উচ্চ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুর ক্রন্দন-ধ্বনি অনুসরণ করিয়া প্রভুকে আবিষ্কার করিলেন। মহাপ্রভু মুকুন্দের কীর্তন-শ্রবণে প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইতে যাইতে হঠাৎ পূর্বাভিমুখে গতি পরিবর্তন করিলেন। প্রভু গঙ্গাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ঐ সকল দেশ ভক্তিশূন্য ও তথায় কৃষ্ণকীর্তনের একান্ত দুর্ভিক্ষ দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং প্রাণ-পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন, এমন সময় হঠাৎ এক সুকৃতিমান রাখাল-বালকের মুখে হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা বৈষ্ণবী গঙ্গার মহিমাতেই সে স্থানে হরিনাম প্রচারিত রহিয়াছে বিচার করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু গঙ্গাস্নান ও গঙ্গার বহু স্তব-লীলা প্রদর্শন করিলেন। কোন সুকৃতিমানের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দের সহিত সেই নিশা যাপন করিলেন। অন্য দিবসে ভক্তগণ আসিয়া প্রভুর দর্শন পাইলেন। প্রভু ভক্তগণসহ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নিত্যানন্দকে মহাপ্রভু নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের সান্ত্বনা প্রদানার্থ নবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন এবং সকলের নিকট প্রভুর নীলাচলচন্দ্র-দর্শনার্থ সঙ্কল্প ও শান্তিপুরে অদ্বৈত-মন্দিরে প্রভু ভক্তগণের জন্য অপেক্ষা করিবেন, এই সংবাদ ভক্তগণের নিকট জ্ঞাপনার্থ নিত্যানন্দকে বলিয়া দিলেন। নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে লইয়া নিত্যানন্দের শান্তিপুরে আসিবার কথা বলিয়া, মহাপ্রভু ঠাকুর শ্রীহরিদাসের ফুলিয়া নগরে যাত্রা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমিশ্র-গৃহে আগমন করিয়া দ্বাদশ দিবস উপবাসিনী, বিরহকাতরা, অভিন্ন যশোমতি শ্রীশচীমাতাকে সকল কথা জানাইলেন ও নানাভাবে প্রবোধ দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের কথা শুনিয়া নবদ্বীপবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সমর্থ-অসমর্থ সকলেই মহাপ্রভুর দর্শনে ব্যাকুল হইয়া ফুলিয়া-নগরে যাত্রা করিলেন। পূর্ব পাষণ্ডগণেরও শ্রীমহাপ্রভুর চরণে পূর্বাপরাধের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপ উপস্থিত হইল। ফুলিয়া লোকে লোকারণ্য হইল। সকলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। মহাপ্রভু ফুলিয়া হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য-ভবনে গমন করিলে, অদ্বৈতাচার্যপ্রভু আনন্দমূর্চ্ছা গেলেন। অদ্বৈত-তনয় শিশু অচ্যুতানন্দ গৌরপদতলে লুণ্ঠিত হইলে প্রভু ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন, শিশু অচ্যুত অদ্ভুত সিদ্ধান্ত-কথা বলিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দ নদীয়া হইতে শান্তিপুরে প্রভু-সমীপে আগমন করিলেন। আচার্য-ভবনে প্রভুর মহানৃত্য-কীর্তন-উৎসবে নবনবায়মান দিব্য প্রেমোন্মাদ প্রকটিত হইল। মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়া স্বমুখে নিজতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভু ভক্তগণের পূর্ব দুঃখ-সমূহ মোচন করিলেন এবং ঐশ্বর্য-সম্বরণ ও বাহ্য প্রকাশ করিয়া ভক্তগণসহ স্নানভোজনাদি-লীলার দ্বারা বৃন্দাবনীয় লীলার পুনরাবৃত্তি করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

বন্দনামুখে মঙ্গলাচরণ—

(শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্লোক)

অবতীর্ণৌ সকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে।।১।।
নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
স-ভৃত্যায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ।।২।।

জয়কীর্তন ও প্রার্থনা—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীকান্ত।
জয় জয় নিত্যানন্দ-বল্লভ-একান্ত।।৩।।
জয় জয় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ন্যাসিরাজ।
জয় জয় জয় ভকত-সমাজ।।৪।।
জয় জয় পতিত-পাবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ্ব।।৫।।
শেষখণ্ড-কথা ভাই, শুন একচিত্তে।
নীলাচলে গৌরচন্দ্র আইলা যেমতে।।৬।।
করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
সে রাত্রি আছিলা প্রভু কন্টক-নগর।।৭।।

কাটোয়ায় সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলার অব্যবহিত-পরেই দিব্যবিরহোন্মাদ-লীলা-প্রকাশ; মুকুন্দকে কীর্তনারম্ভে আদেশ-প্রদান—

করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ।
মুকুন্দের আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্তন।।৮।।
'বোল' 'বোল' বলি' প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দিকে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য।।৯।।
শ্বাস, হাস, স্বেদ, কম্প, পুলক, হুঙ্কার।
না জানি কতেক হয় অনন্ত বিকার।।১০।।
কোটি-সিংহ-প্রায় যেন বিশাল গর্জন।
আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্বজন।।১১।।
কোন্ দিগে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িলা।
নিজপ্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈলা।।১২।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

আদি খণ্ড ১ম অধ্যায়ের ৩য় সংখ্যার অন্বয়, অনুবাদ ও বিবৃতি দ্রষ্টব্য (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা)।।১।।

আদি ১ম অধ্যায় ২য় সংখ্যার অন্বয়, অনুবাদ ও বিবৃতি দ্রষ্টব্য (৫ম পৃষ্ঠা)।।২।।

লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিষ্ণুপরতত্ত্ব, সুতরাং লক্ষ্মীরও আরাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ-বস্তু-সম্বন্ধে সকলকে চৈতন্যবিশিষ্ট করেন বলিয়া স্বয়ংরূপতত্ত্ব 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারই তদেকাত্ম-প্রকাশসমূহ 'নারায়ণ' 'বিষ্ণু' প্রভৃতি পর্যায়ে গণিত হন। ঐ সকল প্রকাশ স্বয়ংরূপেরই অন্তর্নিহিত তত্ত্ববিশেষ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের তুর্যাবস্থান-লীলায় লক্ষ্মীকান্তত্বের অসংযোগ নাই।।৩।।

৫ম সংখ্যার পরে কোন কোন পুঁথিতে এই চরণ দুইটী পাওয়া যায়----

জয় জয় শেষ-রমা-অজ ভব-নাথ।

জীবপ্রতি কর' প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত।।৫।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য----মহাবদান্য ও পূর্ণতম-দয়াময়, সুতরাং গ্রন্থকার তাঁহার নিকট তাঁহার পাদপদ্ম-সেবাভিক্ষা করিয়া সর্বতোভাবে হার্দী উপাসনা করিবার প্রার্থনা রাখেন।।৫।।

তথ্য। কন্টকনগর----মধ্যখণ্ড ২৮শ অধ্যায় ১০ম সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।৭।।

যতিধর্মে নৃত্য, গীত, বাদ্য----এই তৌর্যত্রিক আবাহন করিবার যোগ্যতা নাই, কিন্তু ভগবদ্‌ভজনোদ্দেশে দুঃসঙ্গপরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণে ভোগপর তৌর্যত্রিক বিচার কেবল বিপর্যস্ত হয় না; পরন্তু সেইগুলি ভগবৎসেবার উপায়ন-স্বরূপই হইয়া থাকে। যতি-ধর্ম-গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মায়িক কীর্তন করিবার আজ্ঞা দিলেন।।৮।।

'স্বেদ'-স্থানে 'প্রেম' ও 'অন্তর'-স্থানে 'প্রেমের' পাঠান্তর।।১০।।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের কেশবভারতীকে আলিঙ্গন—

নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হঞা।।১৩।।

প্রভুর আলিঙ্গনে ভারতীর প্রেম—

পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ-আলিঙ্গন।
ভারতীর প্রেমভক্তি হইল তখন।।১৪।।
পাক দিয়া দণ্ড-কমণ্ডলু দূরে ফেলি'।
সুকৃতি ভারতী নাচে 'হরি হরি' বলি'।।১৫।।
বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেমরসে।
গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে শেষে।।১৬।।
ভারতীরে কৃপা হৈল প্রভুর দেখিয়া।
সর্ব-গণ 'হরি' বলে ডাকিয়া ডাকিয়া।।১৭।।
সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য।
দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য।।১৮।।
চারি-বেদে ধ্যানে যাঁ'রে দেখিতে দুষ্কর।
তাঁ'র সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসিবর।।১৯।।
কেশব-ভারতী-পদে বহু নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ শিষ্য-রূপে যাঁ'র।।২০।।
এই মত সর্ব-রাত্রি গুরুর সংহতি।
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি।।২১।।

প্রভুর কেশব ভারতীর নিকট বিদায়-প্রার্থনা, বিপ্রলম্ভে অরণ্যে প্রবেশেচ্ছা, ভারতীর প্রভুর সঙ্গে গমন—

প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
চলিলেন গুরু-স্থানে বিদায় লইয়া।।২২।।
''অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্বথা।
প্রাণ-নাথ মোর কৃষ্ণ-চন্দ্র পাঙ যথা।।''২৩।।
গুরু বলে,—''আমিহ চলিব তোমা'-সঙ্গে।
থাকিব তোমার সাথে সংকীর্ত্তন-রঙ্গে।।''২৪।।
কৃপা করি' প্রভু সঙ্গে লইলেন তানে।
অগ্রে গুরু করিয়া চলিলা প্রভু বনে।।২৫।।

চন্দ্রশেখরকে গৃহে প্রত্যাগমনের আদেশ—

তবে চন্দ্রশেখর-আচার্য্য কোলে করি'।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলা গৌরহরি।।২৬।।

স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতি যতিধর্মের সম্বল-সমূহে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন।।১২।।

পাক দিয়া----ঘুরাইয়া।।১৫।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া স্বীয় ন্যাসিগুরু ভারতীকে আলিঙ্গন করায় ভারতীও সেই প্রসাদ লাভ করিয়া প্রেমভক্তিতে অবস্থিত হওয়ায় দণ্ড, কমণ্ডলু, বস্ত্র প্রভৃতি সকলই দূরে বিসর্জন করিলেন। ভারতী কেবল মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন না; তিনি গৌরভক্ত হইয়াছেন জানিয়া ভক্তগণের আর আনন্দ ধরে নাই।।২৫।।

সম্বরে----সম্বরণ করে।।২৬।।

'সর্বগণ হরি বলে ডাকিয়া' স্থলে পাঠান্তরে----'নিরন্তর (নিরবধি) হরি বোলে সবে ত'।।১৭।।

তথ্য। স্তবন্তি বেদা যং শশ্বৎ নান্তং জানন্তি যস্য বৈ। তং স্তৌমি পরমানন্দং সানন্দং নন্দনন্দনম্।।(নারদ পঃ ১।১।৭) যদি বেদা ন জানন্তি মাহাত্ম্যং পরমাত্মনঃ। ন জানিম তস্য গুণ্যং বেদানুসারিণো বয়ম্। (নারদ পঃ ১।১২।৫১) কেনোপনিষৎ (২।১) দ্রষ্টব্য।।১৯।।

'বহু' স্থানে পাঠান্তরে 'রহু'।।২০।।

তথ্য। এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বাভূতাতি-ত্রিপাদস্যামৃতান্দিবি।। (শ্বেঃ ৪।৪----পুরুষসূক্ত) মহাবিষ্ণোশ্চ লোম্নাং চ বিবরেষু পৃথক্ পৃথক্। ব্রহ্মাণ্ডানি চ প্রত্যেকমসংখ্যানি চ নারদ।। স এব চ মহাবিষ্ণু কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। ষোড়শাংশো ভগবতঃ পরস্য প্রকৃতেঃ পরঃ (নারদ পঃ ২।২।৩৯ ও ৯৯) একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ। খণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। (ব্রহ্মসংহিতা ৩৫)।।২০।।

"গৃহে চল তুমি সর্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
কহিও সবারে আমি চলিলাঙ বনে।।২৭।।
গৃহে চল তুমি দুঃখ না ভাবিহ মনে।
তোমার হৃদয়ে আমি বন্দী সর্ব-ক্ষণে।।২৮।।
তুমি মোর পিতা—মুঞি নন্দন তোমার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সংহতি আমার।।"২৯।।

চন্দ্রশেখরের বিরহ-মূর্চ্ছা—

এতেক বলিয়া তানে ঠাকুর চলিলা।
মূর্চ্ছাগত হই চন্দ্রশেখর পড়িলা।।৩০।।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বুঝনে না যায়।
অতএব সে বিরহে প্রাণ রক্ষা পায়।।৩১।।
ক্ষণেক চৈতন্য পাই' শ্রীচন্দ্রশেখর।
নবদ্বীপ প্রতি তিহোঁ গেলেন সত্বর।।৩২।।

চন্দ্রশেখর-কর্তৃক নবদ্বীপে প্রভুর বার্তা-জ্ঞাপন—

তবে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আইলা।
সবা'স্থানে কহিলেন,—"প্রভু বনে গেলা।।"৩৩।।

প্রভুর বার্তা-শ্রবণে নবদ্বীপস্থ ভক্তবৃন্দের অবস্থা—

চন্দ্রশেখর-মুখে শুনি' ভক্তগণ।
আর্তনাদ করি' সবে করেন ক্রন্দন।।৩৪।।
কোটি মুখ হইলেও সে সব বিলাপ।
বর্ণিতে না পারি সে সবার অনুতাপ।।৩৫।।
অদ্বৈত বলয়ে,—"মোর না রহে জীবন।"
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ শুনি' সে ক্রন্দন।।৩৬।।
অদ্বৈত শুনিবামাত্র হইলা মূর্ছিত।
প্রাণ নাহি দেহে, প্রভু পড়িলা ভূমিত।।৩৭।।
শচীদেবী শোকে রহিলেন জড় হৈয়া।
কৃত্রিম-পুতলী যেন আছে দাণ্ডাইয়া।।৩৮।।
ভক্ত-পত্নী আর যত পতিব্রতাগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন।।৩৯।।
অদ্বৈত বলয়ে—"আর কি কার্য জীবনে।
সে-হেন ঠাকুর মোর ছাড়িল যখনে।।৪০।।
প্রবিষ্ট হইমু আজি সর্বথা গঙ্গায়।
দিনে লোকে ধরিবেক, চলিমু নিশায়।।"৪১।।

শ্রীচৈতন্যদেব শিষ্য-ছলনায় শ্রীগুরু-গ্রহণ-লীলা স্বীকার করিয়া যাঁহাকে ধন্য করিয়াছিলেন, সেই কেশব ভারতী মহা-সৌভাগ্যবান্ পুরুষ।।২০।।

'লইয়া' স্থানে পাঠান্তরে 'করিয়া' বা 'হইয়া'।।২২।।

'সংকীর্তন' স্থানে পঠান্তরে 'কৃষ্ণকথা'।।২৪।।

'চল তুমি' স্থানে পাঠান্তরে 'যাহা কিছু'।।২৮।।

প্রেম-সংহতি—সংহতি অর্থে সহচর, সমূহ; প্রেমসংহতি—প্রেমসহচর বা প্রেমপুঞ্জ।।২৯।।

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য শ্রীগৌরসুন্দরের মাতৃস্বসৃপতি বলিয়া বিদিত। তজ্জন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে পিতৃ-সম্বোধনপূর্বক স্বয়ং বাৎসল্যরসের বিষয়-বিগ্রহ হইলেন। ভগবানের প্রত্যেক অবতারেই চন্দ্রশেখর আচার্যের প্রীতি-সঙ্গতি আছে, জানাইলেন। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দর সর্বদাই আবদ্ধ আছেন, সুতরাং তাঁহাকে শ্রীমায়াপুরে ফিরিয়া গিয়া সকলের নিকট স্বীয় বনগমনের কথা জানাইতে বলিলেন এবং কেশব ভারতীকে তাঁহার প্রার্থনানুসারে সঙ্কীর্তন করিতে করিতে অগ্রে লইয়া চলিলেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চিত্তে প্রগাঢ় কৃষ্ণবিরহ দেখা দিল। কৃষ্ণানুসন্ধানে কৃষ্ণকে ডাকিতে ডাকিতে তিনি চলিতে লাগিলেন।।২৯।।

'তানে' স্থানে পাঠান্তরে 'তবে'।।৩০।।

চৈতন্য—বাহ্যদশা।।৩২।।

'সে' স্থানে' তাঁ' পাঠান্তর।।৩৫।।

'অদ্বৈত শুনিবামাত্র হইলা' স্থানে 'শুনিঞা হইলা মাত্র অদ্বৈত' পাঠান্তর।।৩৭।।

দাণ্ডাইয়া—দাঁড়াইয়া।।৩৮।।

'শোকে' স্থানে 'বোল' পাঠান্তর।।৩৮।।

এই মত বিরহে সকল ভক্তগণ।
সবার হইল বড় চিত্ত উচাটন।।৪২।।
কোন মতে চিত্তে কেহ স্বাস্থ্য নাহি পায়।
দেহ এড়িবারে সবে চাহেন সদায়।।৪৩।।
যদ্যপিহ সবেই পরম-মহা-ধীর।
তবু কেহ কাহারে করিতে নারে স্থির।।৪৪।।

আশ্বাসময়ী আকাশ-বাণী—

ভক্তগণ দেহ-ত্যাগ ভাবিলা নিশ্চয়।
জানি সবা' প্রবোধি' আকাশ-বাণী হয়।।৪৫।।
''দুঃখ না ভাবিহ অদ্বৈতাদি-ভক্তগণ!
সবে সুখে কর' কৃষ্ণ-চন্দ্র-আরাধন।।৪৬।।
সেই প্রভু এই দিন-দুই-চারি ব্যাজে।
আসিয়া মিলিব তোমা'—সবাকার মাঝে।।৪৭।।
দেহ-ত্যাগ কেহো কিছু না ভাবিহ মনে।
পূর্ব্ববৎ সবে বিহরিবা প্রভু-সনে।।''৪৮।।
শুনিয়া আকাশ-বাণী সর্ব-ভক্তগণ।
দেহত্যাগ-প্রতি সবে ছাড়িলেন মন।।৪৯।।
করি' অবলম্বন প্রভুর গুণ-নাম।
শচী বেড়ি' ভক্তগণ থাকে অবিরাম।।৫০।।

প্রভুর পশ্চিমাভিমুখে গমন—

তবে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসীর চূড়ামণি।
চলিলা পশ্চিম-মুখে করি' হরিধ্বনি।।৫১।।
নিত্যনন্দ-গদাধর-মুকুন্দ-সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে, অগ্রে কেশব ভারতী।।৫২।।

অনুগামী গণকোটিকে প্রভুর কৃষ্ণভক্তি বরদান—

চলিলেন মাত্র প্রভু মত্ত-সিংহ-প্রায়।
লক্ষ কোটি লোক কান্দি' পাছে পাছে ধায়।।৫৩।।
চতুর্দিকে লোক কান্দি' বন ভাঙ্গি' যায়।
সবারে করেন প্রভু কৃপা অমায়ায়।।৫৪।।
''সবে গৃহে যাহ গিয়া লহ কৃষ্ণ-নাম।
সবার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন প্রাণ।।৫৫।।
ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউক তোমা'-সবার শরীরে।।''৫৬।।
বর শুনি' সর্ব লোক কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
পরবশ-প্রায় সবে আইলেন ঘরে।।৫৭।।

প্রভুর রাঢ়দেশে প্রবেশ—

রাঢ়ে আসি' গৌরচন্দ্র হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য রাঢ়-দেশ।।৫৮।।

নৈসর্গিক-শোভাদর্শনে—

রাঢ়-দেশ ভূমি যত দেখিতে সুন্দর।
চতুর্দিগে অশ্বত্থ-মণ্ডলী মনোহর।।৫৯।।
স্বভাব-সুন্দর স্থান শোভে গাভী-গণে।
দেখিয়া আবিষ্ট প্রভু হয় সেই ক্ষণে।।৬০।।
'হরি' 'হরি' বলি' প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দিকে সংকীর্তন করে সব ভৃত্য।।৬১।।
হুঙ্কার গর্জন করে বৈকুণ্ঠের রায়।
জগতের চিত্তবৃত্তি শুনি' শোধ পায়।।৬২।।

'আর' স্থানে 'সব' পাঠান্তর।।৩৯।।
'আজি' স্থানে 'মুঞিও' পাঠান্তর।।৪১।।
এড়িবারে---ত্যাগ করিবারে।।৪৩।।
'চাহেন সদায়' স্থানে পাঠান্তরে 'নিরবধি চায়'।।৪৩।।
'কাহারে' স্থানে পাঠান্তরে 'কারো'।।৪৪।।
'ভাবিলা' স্থানে 'জানিয়া' বা 'ভাবিয়া', 'জানি' স্থানে 'তবে' পাঠান্তর।।৪৫।।
শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণে অতীব দুঃখিত হওয়ায়, সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন; তখন তাঁহারা দৈববাণীতে বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দরের বাহ্য ভক্তপরিত্যাগাভিনয় অতি অল্প দিনের জন্য মাত্র; অভক্তসঙ্গ-পরিত্যাগই তাঁহার সন্ন্যাস-লীলা।।৪৭।।

এইমত প্রভু ধন্য করি' রাঢ়-দেশ।
সর্বপথে চলিলেন করি' নৃত্যাবেশ।।৬৩।।

প্রভুর বক্রেশ্বরের নির্জন বনে নির্জন-ভজন-লীলা করিবার অভিলাষ—

প্রভু বলে,—"বক্রেশ্বর আছেন যে বনে।
তথাই যাইমু মুঞি থাকিমু নির্জনে।।"৬৪।।
এতেক বলিয়া প্রেমাবেশে চলি' যায়।
নিত্যানন্দ-আদি সব পাছে পাছে ধায়।।৬৫।।
অদ্ভুত প্রভুর নৃত্য, অদ্ভুত কীর্তন।
শুনি' মাত্র ধাইয়া আইসে সর্বজন।।৬৬।।
যদ্যপিহ কোন দেশে নাহি সংকীর্তন।
কেহ নাহি দেখে কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন।।৬৭।।
তথাপি প্রভুর দেখি অদ্ভুত ক্রন্দন।
দণ্ডবত হইয়া পড়য়ে সর্বজন।।৬৮।।
তথি-মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত পামর।
তা'রা বলে,—"এত কেনে কান্দেন বিস্তর।।"৬৯।।
সেহো সব জন এবে প্রভুর কৃপায়।
সেই প্রেম সঙরিয়া কান্দে গড়ি যায়।।৭০।।
সকল ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র।
তথপিহ সবে নাহি গায় ভূত-বৃন্দ।।৭১।।

'দিন-দুই চারি' স্থানে 'দুই তিন চারি' ও 'মাঝে' স্থানে 'সমাজে' পাঠান্তর।।৪৭।।

'বিহরিবা প্রভু-সনে' স্থানে 'বিহরিবা এক স্থানে' পাঠান্তর।।৪৮।।

'সন্ন্যাসীর' স্থানে 'সর্ব-ন্যাসি' পাঠান্তর।।৫১।।

'পাছে' স্থানে 'প্রভুর' পাঠান্তর।।৫৩।।

শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে বহুভক্ত চলিতে লাগিলেন। তখন সকলকে তিনি বলিলেন যে, তোমরা সকলে নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া কৃষ্ণনাম ভজন কর; তাহা হইলেই কৃষ্ণচন্দ্রে তোমাদের ধনপ্রাণ বোধ হইবে। দেবগণ যে কৃষ্ণরসে বঞ্চিত, সেই রসই তোমাদের ন্যায় দেবধর্মরহিত মর্ত্যজীবের শরীরে প্রবেশ করুক।।৫৫।।

তথ্য। অপাণিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিঃ পশ্যাম্যচক্ষুঃ স শৃণোম্যকর্ণঃ।। (কৈবল্যোপনিষৎ ১।২১) অচিন্ত্যশক্তিতস্তচ্চ যুজ্যতে পরমেশিতুম্।। (মধ্ব ভাঃ ৬।১৬।১১)

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্। যেনাঽহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদ-পল্লবম্ ।।(ভাঃ ১০।১৪।৩০)।।৫৬।।

রাঢ়দেশ----রাষ্ট্র-প্রদেশ, রাজধানী হইতে সুদূরে অবস্থিত শাসনান্তর্গত প্রদেশ। গঙ্গার পশ্চিম তটে অবস্থিত রাঢ়দেশকে বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড়পুরে রাষ্ট্রপ্রদেশ বলা হইত।।৫৮।।

'শোধ পায়'----(সং-শুধ্ (শুদ্ধি) ধাতুজ) শুদ্ধ হয় পবিত্রতা লাভ করে।।৬২।।

'সর্বপথে চলিলেন করি নৃত্যাবেশ' পাঠান্তরে 'পথে চলিলেন করি প্রেম-নৃত্যাবেশ'।।৬৩।।

'বক্রেশ্বর' নামক স্থানে বক্রেশ্বর নামক মহাদেব আছেন; উহা রাঢ়ের অন্তর্গত ।।৬৪।।

তথ্য। বক্রেশ্বর বীরভূম জেলায় আমাদপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমদিকে বক্রেশ্বর অবস্থিত। কলিকাতা হইতে আমাদপুর ১১১ মাইল। বক্রেশ্বর----শিবমূর্তি। এখানে প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময় খুব বড় মেলা হইয়া থাকে। এখানে কয়েকটী উষ্ণ ও কয়েকটী শীতল জলপূর্ণকুণ্ড বিরাজিত। ইহা একটি পীঠস্থান নামে কথিত।।৬৪।।

'অদ্যাপিহ' পাঠান্তরে 'যদ্যপিহ'।।৬৭।।

'হইয়া পড়য়ে' পাঠান্তরে 'হৈয়া পথে পড়ে'।।৬৮।।

তথি-মধ্যে----তাহার মধ্যে।।৬৯।।

তথ্য। পামরঃ খল-নীচয়োঃ। মেদিনী।।৬৯।।

'কান্দি' পাঠান্তরে 'কান্দে'।।৭০।।

গড়ি----গড়াগড়ি, লুণ্ঠিত হইয়া।।৭০।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম-বিমুখ পাপী ভূতপ্রেতসদৃশ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে বিমুখ যে জন।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী ভূত-গণ।।৭২।।

ভক্তগণসহ নৃত্য করিতে করিতে গমন—

হেন মতে নৃত্য-রসে বৈকুণ্ঠের নাথ।
নাচিয়া যায়েন সব-ভক্ত-গণ-সাথ।।৭৩।।

প্রভুর জনৈক সৌভাগ্যবান বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-গৃহে ভিক্ষা—

দিন-অবশেষে প্রভু এক ধন্য গ্রামে।
রহিলেন পুণ্যবন্ত-ব্রাহ্মণ-আশ্রমে।।৭৪।।

নিশায় প্রভুর গোপনে আপ্তবর্গের নিকট হইতে প্রান্তর-ভূমিতে গমন—

ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
চতুর্দিগে বেড়িয়া শুইলা ভক্তগণ।।৭৫।।
প্রহর-খানেক নিশা থাকিতে ঠাকুর।
সবা' ছাড়ি' পলাইলা গেল কথোদূর।।৭৬।।
শেষে সবে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ।
না দেখিয়া প্রভু সবে করেন ক্রন্দন।।৭৭।।
সর্বগ্রাম বিচার করিয়া ভক্তগণ।
প্রান্তর-ভূমিতে তবে করিলা গমন।।৭৮।।

নির্জন প্রান্তরে কৃষ্ণোদ্দেশ্যে উচ্চ ক্রন্দন-লীলা বা বিপ্রলম্ভ-প্রেমোন্মাদ—

নিজ প্রেম-রসে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
প্রান্তরে রোদন করে করি' উচ্চৈঃস্বর।।৭৯।।
"কৃষ্ণরে প্রভুরে আরে কৃষ্ণ মোর বাপ!"
বলিয়া রোদন করে সর্ব-জীব-নাথ।।৮০।।
হেন সে ডাকিয়া কান্দে ন্যাসিচূড়ামণি।
ক্রোশেকের পথ যায় রোদনের ধ্বনি।।৮১।।
কথো-দূরে থাকিয়া সকল ভক্তগণ।
শুনেন প্রভুর অতি অদ্ভুত রোদন।।৮২।।

ভক্তগণের প্রভু-আবিষ্কার—

চলিলেন সবে রোদনের অনুসারে।
দেখিলেন সবে প্রভু কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।৮৩।।

মুকুন্দের কীর্তন—

প্রভুর রোদনে কান্দে সর্বভক্তগণ।
মুকুন্দ লাগিলা তবে করিতে কীর্তন।।৮৪।।

মানবের মধ্যে মৎসরতা-বশে যাহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবায় উন্মুখতা প্রদর্শন করে না, সেই ভাগ্যহীন গৌরবিমুখ জনগণ পাপিষ্ঠ ও ভূতপ্রেত-সদৃশ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণপ্রেম-সংগ্রহে প্রীতির অভাব থাকিলে জীবের পাপ-প্রবৃত্তির উদয় হয় এবং সে ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া ইতর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়।।৭২।।

তথ্য। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৩১ ও ৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৭২।।

'নাচিয়া যায়েন সব ভক্তগণ-সাথ' পাঠান্তরে 'চলিয়া যায়েন সর্ব-ভক্তবর্গ সাথ'।।৭৩।।

তথ্য। অনপেক্ষো গুণৈঃ পূর্ণো ধন্য ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।। (শব্দনির্ণয়ে)।।৭৪।।

প্রান্তরভূমি----ময়দান, মাঠ।।৭৮।।

শ্রীগৌরসুন্দর রাঢ়দেশের এক সৌভাগ্যপূর্ণ গ্রামে বাস করিয়া রাত্র্যন্তে গ্রামের প্রান্তভাগে গমনপূর্বক কৃষ্ণবিরহকাতরতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণই অখিলরসামৃতসিন্ধু; সুতরাং সকল রসের একমাত্র বিষয়। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্র হওয়ায় সর্বপ্রকার রসের আশ্রয়-লীলার অভিনয় করিতে পারেন; তজ্জন্য দাস্যলীলাপ্রকটনে কৃষ্ণকে 'প্রভু' বলিয়া তাঁহার সম্বোধন, বৎসল-রসে কৃষ্ণকে 'বালগোপাল' বলিয়া তাঁহার সম্বোধন এবং স্বীয় সেবা-চেষ্টা-জ্ঞাপক রোদন-বিরহ প্রভৃতি জীবকুলের শিক্ষার বিভিন্ন স্তর।।৭৯-৮০।।

'আরে' স্থানে 'ওরে', 'মোর' স্থানে 'ওরে' 'বলিয়া রোদন করে সর্বজীব-নাথ' পাঠান্তরে 'বলি সর্বজীব-নাথ করেন প্রলাপ'।।৮০।।

শুনিয়া কীর্তন প্রভু লাগিলা নাচিতে।
আনন্দে গায়েন সবে বেড়ি' চারি ভিতে।।৮৫।।
এই মতে সর্ব-পথে নাচিয়া নাচিয়া।
যায়েন পশ্চিম-মুখে আনন্দিত হঞা।।৮৬।।

বক্রেশ্বর পৌঁছিবার মাত্র চারি ক্রোশ থাকিতে প্রভুর গতি-পরিবর্তন—

ক্রোশ-চারি সকলে আছেন বক্রেশ্বর।
সেই-স্থানে ফিরিলেন গৌরাঙ্গ-সুন্দর।।৮৭।।
নাচিয়া যায়েন প্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
পূর্ব-মুখ পুন হইলেন নিজ-সুখে।।৮৮।।

পশ্চিমাভিমুখ হইতে পূর্বাভিমুখে গতি-পরিবর্তন—

পূর্ব-মুখে চলিয়া যায়েন নৃত্য-রসে।
অনন্ত আনন্দে প্রভু অট্ট অট্ট হাসে।।৮৯।।
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু নিজ কুতূহলে।
বলিলেন,—"আমি চলিলাঙ নীলাচলে।।৯০।।
জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে।।৯১।।
এত বলি' চলিলেন হই পূর্ব-মুখ।
ভক্ত সব পাইলেন পরানন্দ-সুখ।।৯২।।
তান ইচ্ছা তিঁহো সে জানেন সবে মাত্র।
তান অনুগ্রহে জানে তান কৃপা-পাত্র।।৯৩।।
কি ইচ্ছায় চলিলেন বক্রেশ্বর-প্রতি।
কেনে বা না গেলা, বুঝে কাহার শকতি।।৯৪।।

বক্রেশ্বর গমনের ছলে রাঢ়দেশ কৃতার্থকরণ—

হেন বুঝি করি' প্রভু বক্রেশ্বর-ব্যাজ।
ধন্য করিলেন সর্ব রাঢ়ের সমাজ।।৯৫।।

গঙ্গাভিমুখে—

গঙ্গা-মুখ হইয়া চলিলা গৌরচন্দ্র।
নিরবধি দেহে নিজ-প্রেমের আনন্দ।।৯৬।।

হরি-কীর্তন শূন্য দেশে প্রভুর দুঃখানুভব—

ভক্তিশূন্য সর্ব দেশ, না জানে কীর্ত্তন।
কারো মুখে নাহি কৃষ্ণনাম-উচ্চারণ।।৯৭।।
প্রভু বলে,—"হেন দেশে আইলাঙ কেনে।
'কৃষ্ণ' হেন নাম কারো না শুনি বদনে।।৯৮।।

'ক্রোশেকের' পাঠান্তরে 'ক্রোশ এক'।।৮১।।

'প্রভু' পাঠান্তরে 'পুন'।।৮৮।।

'অনন্ত' পাঠান্তরে 'অন্তর'।।৮৯।।

বক্রেশ্বরের চারি ক্রোশ ব্যবধান থাকিতে মহাপ্রভু তাঁহার বক্রেশ্বর যাইবার চিত্তবৃত্তি পরিবর্তন করিয়া শ্রীনীলাচলপতির নিকট যাইবার অভিপ্রায় করিলেন। তজ্জন্য কাটোয়া হইতে পশ্চিমদিকে যাইবার পরিবর্তে পূর্বমুখ হইয়া চলিতে লাগিলেন।।৯০।।

প্রেমভক্তিরহিত কঠিনহৃদয় রাঢ়দেশবাসিগণের চিত্তে প্রেম-বর্ষণের অভিপ্রায়ে মহাপ্রভু রাঢ়দেশে ভ্রমণ ছলনা করিয়াছিলেন। শুষ্কহৃদয় মায়াবাদিগণ নির্বিশেষ-বিচার অবলম্বন করায় বক্রেশ্বরের আনুগত্য-ছলনা করেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই নির্বিশেষবাদী সন্ন্যাসিগণের বিচারের অনুমোদন ছলনা করিয়া বক্রেশ্বর-গমনের অভিনয় করেন; পরে শ্রীজগন্নাথের সমীপে গমন করিয়া সবিশেষে বেদান্তের উত্তমতা প্রচার করিয়াছিলেন। পুরুযোত্তম-বিচার-রহিত হইয়া যে সকল মায়াবাদী ভগবত্তার নির্বিশেষ কল্পনা করে, তাহারা ভগবান্ বিষ্ণুর নশ্বর জগৎসংহার-মূর্তি রুদ্রের উপাসনার ছলনা করে। বাহিরে সবিশেষ ভগবত্তার আশ্রয়ছলনা ও অন্তরে মুমুক্ষা তাহাদিগকে বিপথে চালনা করে। মহাপ্রভু কর্তৃক রাঢ়দেশবাসীর কঠিন হৃদয়ের নির্বিশেষ-বিচারের অনুমোদন-ছলনা ও উহার পরিত্যাগবাসনা ভক্তি দৃষ্টিতে সর্বতোভাবে দ্রষ্টব্য।।৯৫।।

কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ বদ্ধভাবাপন্ন হইয়া কৃষ্ণসেবা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়াছে; তজ্জন্যই তাহারা কৃষ্ণকীর্তনের পরিবর্তে ইতর বস্তুর কথায় দিন যাপন করে। সুতরাং হরিকীর্তন পরিত্যাগ করায় তাহারা কেবল ভোগপর হইয়া কৃষ্ণনামোচ্চারণে বিরত হয়। কৃষ্ণকথার দুর্ভিক্ষ ভক্তিশূন্য মরুপ্রদেশে প্রেমবন্যার দুর্ভিক্ষ করায়।।৯৭।।

কেনে হেন দেশে মুঞি করিলুঁ পয়ান।
না রাখিমু দেহ মুঞি ছাড়োঁ এই প্রাণ।।''৯৯।।

রাখাল শিশুর মুখে হরিধ্বনি-শ্রবণ—

হেনই সময়ে ধেনু রাখে শিশুগণ।
তা'র মধ্যে সুকৃতি আছয়ে এক জন।।১০০।।
হরিধ্বনি করিতে লাগিলা আচম্বিত।
শুনিয়া হইলা প্রভু অতি হরষিত।।১০১।।
'হরিবোল'-বাক্য প্রভু শুনি' শিশুমুখে।
বিচার করিতে লাগিলেন মহাসুখে।।১০২।।
''দিন-দুই-চারি যত দেখিলাঙ গ্রাম।
কাহারো মুখেতে না শুনিলুঁ হরিনাম।।১০৩।।
আচম্বিতে শিশু-মুখে শুনি' হরিধ্বনি।
কি হেতু ইহার সবে কহ দেখি শুনি?''১০৪।।

গঙ্গার মহিমায় হরিনাম-প্রচার—

প্রভু বলে,—''গঙ্গা কত দূর এথা হইতে?''
সবে বলিলেন,—''এক-প্রহরের পথে।।''১০৫।।
প্রভু বলে,—''এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব এথা হরিনামের প্রচার।।১০৬।।
গঙ্গার বাতাস আসিয়া লাগে এথা।
অতএব শুনিলাঙ হরি-গুণ-গাথা।।''১০৭।।

বিষ্ণুপাদবাহিনী গঙ্গার মহিমা-ব্যাখ্যা ও গঙ্গাদর্শনাবেশে প্রভুর ধাবন—

গঙ্গার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে ঠাকুর।
গঙ্গা-প্রতি অনুরাগ বাড়িল প্রচুর।।১০৮।।
প্রভু বলে,—''আজি আমি সর্বথা গঙ্গায়।
মজ্জন করিব''—এত বলি চলি' যায়।।১০৯।।
মত্ত-সিংহ-প্রায় চলিলেন গৌর-সিংহ।
পাছে ধাইলেন সব চরণের ভৃঙ্গ।।১১০।।
গঙ্গা-দরশনাবেশে প্রভুর গমন।
নাগালি না পায় কেহ যত ভক্তগণ।।১১১।।
সবে এক নিত্যানন্দ-সিংহ করি' সঙ্গে।
সন্ধ্যা-কালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে।।১১২।।

নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভুর গঙ্গা-স্নান ও স্তব—

নিত্যানন্দ-সঙ্গে করি' গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা গঙ্গা' বলি' বহু করিলা স্তবন।।১১৩।।

পয়ান----প্রয়াণ, যাত্রা।।৯৯।।

যে দেশে কৃষ্ণকথা নাই; সেই প্রায়শ্চিত্তার্হ দেশে যখন শ্রীগৌরসুন্দর আসিয়াছেন, তখন তিনি প্রাণ-পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন।।৯৯।।

ধেনু রাখে----গরু রক্ষা করে, গো-পালন করে, গোপালক।।১০০।।

'ধেনু' পাঠান্তর 'গরু'।।১০০।।

'দিন দুই চারি' স্থানে 'দিন তিন চারি' ও 'তিন দিন ধরি' পাঠান্তর।।১০৩।।

হঠাৎ রাখাল বালকগণের মুখে হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া 'ঐ শিশুগণ----কাহারা', তাহা জানিবার জন্য ভগবান্ শ্রীগৌসুন্দরের উৎকণ্ঠা হইল। যেখানে গঙ্গা, সেখানেই হরিভক্তির প্রচার; সুতরাং ইহা গঙ্গার মহিমা-মাত্র।।১০৪।।

'প্রচার' পাঠান্তরে 'সঞ্চার'।।১০৬।।

'আসিয়া লাগে' পাঠান্তর 'কিবা লাগিয়াছে'।।১০৭।।

গঙ্গোদক----সাক্ষাৎ হরিচরণামৃত। সেই গঙ্গার উপর দিয়া যে সমীরণ প্রবাহিত হয়, তাহা যাঁহারই গাত্রে সংস্পৃষ্ট হয়, তিনিই হরিকীর্তন করিতে যোগ্যতা লাভ করেন। কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ না হওয়া কাল পর্যন্ত জীবের ভোগ-পিপাসা বিদূরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রুচি হয় না।।১০৭।।

সর্বথা-----নিশ্চয়।।১০৯।।

'মত্ত-সিংহ' পাঠান্তরে 'মত্ত-গজ'।।১১০।।

পূর্ণ করি' করিলেন গঙ্গাজল-পান।
পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি' করেন প্রণাম।।১১৪।।
"প্রেম-রসস্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল।।১১৫।।
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তা'র বিষ্ণু-ভক্তি হয়, কি পুনঃ ভক্ষণ।।১১৬।।
তোমার প্রসাদে সে 'শ্রীকৃষ্ণ' হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবরে মুখে, ইথে নাহি আন।।১১৭।।
কীট, পক্ষী, কুক্কুর, শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়।।১১৮।।
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা।।১১৯।।
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বই নাহি আর।।"১২০।।
এই মত স্তুতি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
শুনিয়া জাহ্নবী-দেবী লজ্জিত অন্তর।।১২১।।

নাগালি,—নৈকট্য, স্পর্শ।।১১১।।

'বহু' স্থানে 'প্রভু' ও 'স্তবন' স্থানে 'ক্রন্দন' পাঠান্তর।।১১৩।।

গঙ্গোদক, কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত, তরল বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমরসস্বরূপ; ভগবৎসেবক রুদ্র সেই প্রেমরস স্বীয় শিরে ধারণ করেন।।১১৫।।

গঙ্গোদক পান করিলে যে পরম-মঙ্গল হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একবার মাত্র 'গঙ্গা' এই শব্দ শুনিলেই জীবের ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। গঙ্গার কৃপায় জীবের শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণ স্ফূর্তি পায়।।১১৬।।

গঙ্গাতীরবাসী হিংস্র পশুপক্ষী কীটপতঙ্গগুলিও ভাগ্যবন্ত। গঙ্গাহীন দেশের অধিবাসী নানা সম্পদশালী ব্যক্তিগণেরও সেই সৌভাগ্য নাই।।১১৯।।

'মহিমা' স্থানে 'উপমা' ও 'সমা' স্থানে 'সীমা' পাঠান্তর।।১১৯।।

তথ্য। সোঽসৌনিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপী জনার্দনঃ। স এব দ্রবরূপেণ গঙ্গাম্ভো নাত্র সংশয়ঃ।। (কৃষ্ণসন্দর্ভ ৬৪ সংখ্যা) আনন্দ-নির্ঝরময়ীমরবিন্দনাভ পাদারবিন্দ-মকরন্দময়-প্রবাহাম্। তাং কৃষ্ণভক্তিমিব মূর্তিমতিং স্রবন্তীং বন্দে মহেশ্বর-শিরোরুহকুন্দমালাম্।।(শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা—২।৩) আরূঢ়া হরমূর্ধানং যৎপাদস্পর্শগৌরবাৎ। ত্রৈলোক্যপ্তাপুনাদ্‌গঙ্গা কিন্তস্য মহিমোচ্যতে।। (ঐ ১।১৪) তথেতি রাজ্ঞাভিহিতং সর্বলোকহিতঃ শিবঃ। দধারাবহিতো গঙ্গাং পাদপূতজলাং হরেঃ।। (ভাঃ ৯।৯।৯)

সন্নিবেশ্য মনো যস্মিন্ শ্রদ্ধয়া মুনয়োঽমলাঃ। ত্রৈগুণ্যং দুস্ত্যজং হিত্বা সদ্যোযাতাস্তদাত্মতাম্।।—(ভাঃ ৯।৯।১৫) সর্বং কৃতে যুগে পুণ্যং ত্রেতায়াং পুষ্করঃ স্মৃতম্। দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং গঙ্গা কলিযুগে স্মৃতা।। (ভারত, বনপর্ব ৮৫।৯০) ন গঙ্গা সদৃশং তীর্থং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ।। (ভারত রনপর্ব ৮৬।৯৬)

যস্যামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াং ভূমৌ চ তে ভুবনমঙ্গল দিগ্বিতানম্। মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো গঙ্গেতি চেহ চরণাম্বু পুনাতি বিশ্বম্।। (ভাঃ ১০।৭০।৪৪) এবং ভাঃ ১০।৪১।১৩-১৬ দ্রষ্টব্য।।

ততঃ সপ্তর্ষয়স্তৎপ্রভাবাভিজ্ঞা ইয়ং ননু তাপস আতান্তিকী সিদ্ধিরেতাবতীতি ভগবতি সর্বাত্মনি বাসুদেবেঽনুপরত-ভক্তিযোগলাভেনৈবোপেক্ষিতান্যার্থাত্মগতয়ো মুক্তিমিবাগতাং মুমুক্ষব ইব সবহুমানমদ্যাপি জটাজুটেরুদ্বহন্তি।।(ভাঃ ৫।১৭।৩) ধাতুঃ কমণ্ডলুজলং তদুরুক্রমস্য পাদাবনেজনপবিত্রতয়া নরেন্দ্র। স্বর্ধুন্যভূন্নভসি সা পততী নিমার্ষ্টি লোকত্রয়ং ভগবতে বিশদেব কীর্তিঃ।। (ভাঃ ৮।২১।৪) যজ্জলস্পর্শমাত্রেণ ব্রহ্মদণ্ডহতা অপি। সগরাত্মজা দিবং জগ্মুঃ কেবলং দেহভস্মভিঃ।। ভস্মীভূতাঙ্গ-সঙ্গেন স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ। কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া দেবীং সেবন্তে যে ধৃতব্রতাঃ।। নহ্যেতৎ পরমাশ্চর্যং স্বর্ধুন্যা যদিহোদিতম। অনন্তচরণাম্ভোজপ্রসূতায়া ভবচ্ছিদঃ।। (ভাঃ ৯।৯।১২-১৪) ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে! বিহঙ্গো বরং ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি! বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ। নৈবান্যত্র মদান্ধসিন্ধুর-ঘটা-সঙঘট্ট-ঘণ্টা-রণৎকার-স্তত্র-সমস্ত বৈরিবনিতা-লব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ।। উক্ষা পক্ষী তুরগ উরগঃ কোঽপি বা বারণো বাঽবারীণঃ স্যাং জনন-মরণ-ক্লেশদুঃখাসহিষ্ণুঃ। ন ত্বন্যত্র

যে প্রভুর পাদপদ্মে বসতি গঙ্গার।
সে প্রভু করয়ে স্তুতি,—হেন অবতার।।১২২।।

গৌরাঙ্গের গঙ্গাস্তুতি-লীলা-শ্রবণের ফল—

যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের গঙ্গা-প্রতি স্তুতি।
তাঁ'র হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি-মতি।।১২৩।।

কোন সুকৃতিমানের ভবনে নিত্যানন্দ-সঙ্গে সেই গ্রামে প্রভুর সেই নিশা-যাপন—

নিত্যানন্দ-সংহতি সে নিশা সেই-গ্রামে।
আছিলেন কোন পুণ্যবন্তের আশ্রমে।।১২৪।।

তৎপর অন্যদিন ভক্তগণের প্রভুর দর্শনার্থ আগমন—

তবে আর দিনে কথোক্ষণে ভক্তগণ।
আসিয়া পাইল সবে প্রভুর দর্শন।।১২৫।।

ভক্তগণ-সহ নীলাচলাভিমুখে—

তবে প্রভু সর্ব ভক্তগণ করি' সঙ্গে।
নীলাচল-প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে।।১২৬।।

নিত্যানন্দকে ভক্তগণের সান্ত্বনার্থ নবদ্বীপে প্রেরণ—

প্রভু বলে,—শুন নিত্যানন্দ মহামতি!
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি।।১২৭।।
শ্রীবাসাদি করি' যত সব ভক্তগণ।
সবার করহ গিয়া দুঃখ-বিমোচন।।১২৮।।

প্রভুর নীলাচল-দর্শনের ইচ্ছা ও ভক্তগণের জন্য শান্তিপুরে অদ্বৈত-মন্দিরে অপেক্ষার কথা ভক্তগণকে জ্ঞাপনার্থ নিত্যানন্দকে অনুরোধ—

এই সব কথা তুমি কহিও সবারে।
আমি যাব নীলাচল-চন্দ্র দেখিবারে।।১২৯।।
সবার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে।
রহিবাঙ শ্রীঅদ্বৈত-আচার্যের ঘরে।।১৩০।।

প্রভুর ফুলিয়া-নগরে যাত্রা—

তাঁ' সবা' লইয়া তুমি আসিয়া সত্বরে।
আমি যাই হরিদাসের ফুলিবা নগরে।।"১৩১।।
নিত্যানন্দে পাঠাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া-নগর।।১৩২।।

অবধূত নিত্যানন্দ—

প্রভুর আজ্ঞায় মহা-মল্ল নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে চলিলেন পরম আনন্দ।।১৩৩।।
প্রেম-রসে মহামত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
হুঙ্কার গর্জন প্রভু করয়ে সদায়।।১৩৪।।
মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
বিধি-নিষেধের পার বিহার সকল।।১৩৫।।
ক্ষণেকে কদম্ববৃক্ষে করি' আরোহণ।
বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ-মোহন।।১৩৬।।

প্রবিরল-রণৎ-কঙ্কণ-ক্বাণমিশ্রং বারস্ত্রীভিশ্চমরমরুতা বীজিতো ভূমিপালঃ।। অভিনব বিষবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণোর্মদনমথন-মৌলের্মালতী-পুষ্প-মালা। জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মা ক্ষপিত-কলি-কলঙ্কা জাহ্নবী ন পুনাতু।। যত্তৎ-তাল-তমাল-শাল-সরল-ব্যালোল-বল্লীলতাচ্ছন্নং সূর্যকর-প্রতাপ-রহিতং শঙ্খেন্দু কুন্দোজ্জ্বলম্। গন্ধর্বামর-সিদ্ধ-কিন্নর-বধূ-তুঙ্গস্তনা-স্ফালিতং স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্মলম্।। গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারি-চরণচ্যুতম্ ত্রিপুরারি-শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্।। পাপাপহারি দুরিতার তরঙ্গধারি দূর-প্রচারি গিরিরাজ-গুহাবিদারি। ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজো-বিহারি গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি।। (বাল্মীকিঃ) বরমিহনীরে কমঠো মীনঃ কিম্বা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ। অথবা গব্যূতৌ শ্বপচে দীন স্তব দূরে ন নৃপতিকুলীনঃ।। (শ্রীশঙ্করাচার্য)।।১১৩-১২১।।

শ্রীজাহ্নবী অবরদেশের অধিবাসিগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই এই দেশে অবতীর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইয়াছেন, সুতরাং গঙ্গার সমান বস্তু আর কোথাও নাই। স্বয়ং ভগবান্ হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় দাসদাসীর মহিমা। বৃদ্ধি করিয়াছেন।।১২১।।

'শ্রীবাসাদি করি' যত সব ভক্তগণ' পাঠান্তরে 'শ্রীবাসাদি যত আছে ভাগবতগণ'।।১২৮।।

ফুলিয়া-নগর রাণাঘাট ও শান্তিপুরের মধ্যে ফুলিয়া গ্রাম। নবদ্বীপ হইতে ভক্তগণ নৌকায় আসিয়া তথায় যোগদান করিলেন।।১৩১।।

ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায়।
বৎস-প্রায় হইয়া গাভীর দুগ্ধ খায়।।১৩৭।।
আপনা-আপনি সর্ব-পথে নৃত্য করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবি' আনন্দ-সাগরে।।১৩৮।।
কখন বা পথে বসি' করেন রোদন।
হৃদয় বিদরে তাহা করিতে শ্রবণ।।১৩৯।।
কখনো হাসেন অতি মহা অট্টহাস।
কখনো বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগ-বাস।।১৪০।।
কখন বা স্বানুভাবে অনন্ত-আবেশে।
সর্প-প্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে।।১৪১।।
অনন্তের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতরে।
ভাসিয়া যায়েন অতি দেখি মনোহরে।।১৪২।।
অচিন্ত্য অগম্য নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সীমা।।১৪৩।।

প্রভু-নিত্যানন্দের শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন—

এই মত গঙ্গা-মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া।
নবদ্বীপে প্রভু-ঘাটে উঠিল আসিয়া।।১৪৪।।
আপনা' সম্বরি নিত্যানন্দ-মহাশয়।
প্রথমে উঠিলা আসি' প্রভুর আলয়।।১৪৫।।

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দরের বিরহে
অভিন্ন-যশোমতি শচীদেবীর
কৃষ্ণ-বিরহোদ্দীপন—

আসিয়া দেখয়ে আই দ্বাদশ-উপবাস।
সভে কৃষ্ণ-ভক্তি-বলে দেহে আছে শ্বাস।।১৪৬।।
যশোদার ভাবে আই পরম-বিহ্বল।
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম-জল।।১৪৭।।
যা'রে দেখে আই তাহারেই বার্তা কয়।
"মথুরার লোক কি তোমরা সব হয়?১৪৮।।

'মহামত্ত' পাঠান্তরে 'মহামল্ল'।।১৩৩।।

'পার' পাঠান্তরে 'পর'।।১৩৫।।

তথ্য। এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।। (ভাঃ ১১।২।৪০) সলিঙ্গানাশ্রমাং স্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ। বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ। বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান্ গোচর্যাং নৈগমশ্চরেৎ।। (ভাঃ ১১।১৮।২৮-২৯)।।১৩৫।।

'বৎস' পাঠান্তরে 'বচ্ছ'।।১৩৭।।

'ডুবি' পাঠান্তরে 'ডুবে'।।১৩৮।।

'স্বানুভাবে অনন্ত' পাঠান্তরে 'স্বানুভাবাবেশের'।।১৪১।।

'স্রোতে' পাঠান্তরে 'মাঝে'।।১৪১।।

'ভিতর' পাঠান্তরে 'উপরে'।।১৪২।।

'অগম্য' পাঠান্তরে 'অগণ্য'।।১৪৩।।

গঙ্গার পশ্চিমপারে কুলিয়ার অপর তট হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ভাসিয়া গঙ্গার পূর্বতটে 'মহাপ্রভুর ঘাটে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন।।১৪৪।।

'উঠিল' পাঠান্তরে 'মিলিলা'।।১৪৪।।

দ্বাদশ উপবাস----শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমায়াপুর হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য কাটোয়ায় যাওয়া ও তথা হইতে রাঢ়দেশভ্রমণ প্রভৃতি ব্যাপারে দ্বাদশ দিন লাগিয়াছিল।। এই দ্বাদশদিন শচীদেবী সর্ব প্রকার ভোজ্য-পানীয় হইতে বিরতা ছিলেন।।১৪৬।।

'বহয়ে' পাঠান্তরে 'বহই'।।১৪৭।।

আর্যা শচীদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের অভাবে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন----'তোমরা কি মথুরার লোক? রামকৃষ্ণের সংবাদ কি?' তিনি অক্রূরের আগমন প্রভৃতির আশঙ্কা ও রামকৃষ্ণের বেণুশিঙ্গা প্রভৃতির ধ্বনি উপলব্ধি করিতেছিলেন।।১৪৮।।

কহ কহ রাম কৃষ্ণ আছয়ে কেমনে?''
বলিয়া মূর্ছিত হঞা পড়িলা তখনে।।১৪৯।।
ক্ষণে বলে আই ''ওই বেণু শিঙ্গা বাজে।
অক্রূর আইলা কিবা পুনঃ গোষ্ঠ মাঝে?''১৫০।।
এই মত আই কৃষ্ণ-বিরহ-সাগরে।
ডুবিয়া আছেন বাহ্য নাহিক শরীরে।।১৫১।।

শচীদেবী-সমীপে নিত্যানন্দের আগমন—

নিত্যানন্দ প্রভুর হেনই সময়।
আইর চরণে আসি' দণ্ডবৎ হয়।।১৫২।।
নিত্যানন্দে দেখি' সব ভাগবত-গণ।
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।।১৫৩।।
''বাপ, বাপ,'' বলি আই হইলা মূর্ছিত।
না জানিয়ে কে-বাবা পড়য়ে কোন্ ভিত।।১৫৪।।
নিত্যানন্দ প্রভুবর সবা' করি কোলে।
সিঞ্চিলেন সবার শরীর প্রেম-জলে।।১৫৫।।

শ্রীনিত্যানন্দ-কর্তৃক মহাপ্রভুর শান্তিপুরে আগমন-বার্তা-জ্ঞাপন—

শুভ-বাণী নিত্যানন্দ কহেন সবারে।
''সত্বরে চলহ সবে প্রভু দেখিবারে।।১৫৬।।
শান্তিপুর গেলা প্রভু আচার্যের ঘরে।
আমি আইলাঙ তোমা'-সবা লইবারে।।''১৫৭।।
চৈতন্য-বিরহে জীর্ণ সর্ব ভক্তগণ।
পূর্ণ হইলা শুনি' নিত্যানন্দের বচন।।১৫৮।।
সবেই হইলা অতি আনন্দে বিহ্বল।
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণ-কোলাহল।।১৫৯।।

উপবাসিনী শচীদেবী—

যে দিবস গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস হইতে আইর উপবাস।।১৬০।।
দ্বাদশ-উপাস তান—নাহিক ভোজন।
চৈতন্য-প্রভাবে মাত্র আছয়ে জীবন।।১৬১।।

নিত্যানন্দের শচীমাতাকে প্রবোধ-দান—

দেখি' নিত্যানন্দ বড় দুঃখিত-অন্তর।
আইরে প্রবোধি' কহে মধুর উত্তর।।১৬২।।
''কৃষ্ণের রহস্য কোন্ না জান' বা তুমি।
তোমারে বা কিবা কহিবারে জানি আমি।।১৬৩।।
তিলার্ধেকো চিত্তে নাহি করিহ বিষাদ।
বেদেও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ।।১৬৪।।
বেদে যাঁরে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু তোমার পুত্র-সবার জীবন।।১৬৫।।

'বেণু' পাঠান্তরে 'শুনি'।।১৫০।।

তথ্য। অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্। গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্। অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সকৃদীক্ষিতুম্। তর্হি দ্রক্ষ্যাম তদ্বক্ত্রং সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্ ।।(ভাঃ ১।৪৬।১৮-১৯)।। ১৪৭-১৫০।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৩৮-৩৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।১৫০।।

'এই মত আই কৃষ্ণ' পাঠান্তরে 'এইমত শচী আই'।।১৫১।।

'জীর্ণ সর্ব' পাঠান্তরে 'সব দগ্ধ'।।১৫৮।।

তথ্য। প্রবয়াঃ স্থবিরো বৃদ্ধোজীনোজীর্ণোজরন্নপি। (অমরকোষ)।সমগ্রং সকলং পূর্ণমখণ্ডনং স্যাদনূনকে। পূর্ণস্তু পুরিতে। (অমরকোষ)।।১৫৮।।

'কহে মধুর' পাঠান্তরে 'কিছু কহেন'।।১৬২।।

বেদশাস্ত্র স্বাধ্যায়-নিরত জনগণকে অনুগ্রহ করেন।ঐ বেদ শচীদেবীর অনুগ্রহ পাইবার প্রার্থী। যেহেতু স্বয়ংরূপ ভগবান্---শ্রীশচী-পুত্ররূপে নিত্য বিরাজমান।শচীনন্দনের আরাধনা করিবার জন্য বেদশাস্ত্র সর্বদা উদ্গ্রীব ও উন্মুখ।।১৬৪।।

'নাহি করিহ বিষাদ' পাঠান্তরে 'না করিহ অবসাদ'।।১৬৪।।

তথ্য। নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ। স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ ভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ।।(ভাঃ ১০।৮৭।২৩)।।১৬৫।।

হেন প্রভু বুকে হাত দিয়া আপনার।
আপনে সকল ভার লইল তোমার।।১৬৬।।
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
মোর দায় প্রভু বলিয়াছে বার বার।।১৬৭।।
ভাল হয় যেমতে, প্রভু সে ভাল জানে।
সুখে থাক তুমি দেহ সমর্পিয়া তানে।।১৬৮।।

উপবাসিনী শচীকে কৃষ্ণার্থে রন্ধন-কার্যে প্ররোচনা—

শীঘ্র গিয়া কর' মাতা, কৃষ্ণের রন্ধন।
সন্তোষ হউক এবে সর্ব ভক্ত-গণ।।১৬৯।।
তোমার হস্তের অন্নে সবাকার আশ।
তোমার উপবাসে সে কৃষ্ণের উপবাস।।১৭০।।
তুমি যে নৈবেদ্য কর' করিয়া রন্ধন।
মোহোর একান্ত তাহা খাইবার মন।।"১৭১।।
তবে আই শুনি' নিত্যানন্দের বচন।
পাসরি' বিরহ গেলা করিতে রন্ধন।।১৭২।।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি' আই পুণ্যবতী।
অগ্রে দিয়া নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রতি।।১৭৩।।
তবে আই সর্ব-বৈষ্ণবেরে অগ্রে দিয়া।
করিলেন ভোজন সবারে সন্তোষিয়া।।১৭৪।।
পরম-সন্তোষ হইলেন ভক্তগণ।
দ্বাদশ-উপবাসে আই করিলা ভোজন।।১৭৫।।

নবদ্বীপবাসীর মহাপ্রভু-দর্শনার্থ ফুলিয়ায় যাত্রা—

তবে সর্ব ভক্তগণ নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
প্রভু দেখিবারে সজ্জ করিলেন রঙ্গে।।১৭৬।।
এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপবাসী।
শুনিলেন "গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী।।"১৭৭।।
শুনিয়া অদ্ভুত নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
সর্বলোক 'হরি' বলি' বলে 'ধন্য ধন্য'।।১৭৮।।
ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া।
দেখিতে চলিলা সব লোক হর্ষ হঞা।।১৭৯।।
কিবা বৃদ্ধ, কিবা শিশু, কি পুরুষ, নারী।
আনন্দে চলিলা সবে বলি' 'হরি হরি'।।১৮০।।

পূর্ব পাষণ্ডিগণের অনুশোচনা ও নির্বেদ—

পূর্বে যে পাষণ্ডী সব করিল নিন্দন।
তা'রাও সপরিকরে করিল গমন।।১৮১।।
গূঢ়রূপে নবদ্বীপে লভিলেন জন্ম।
"না বুঝিয়া নিন্দা করিলাঙ তান ধর্ম।।১৮২।।
এবে লই গিয়া তান চরণে শরণ।
তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন।।"১৮৩।।
এই মতে বলি' লোক মহানন্দে ধায়।
হেন নাহি জানি লোক কত পথে যায়।।১৮৪।।

'শ্রীচৈতন্য'-নাম-শ্রবণে শ্রীচৈতন্য দর্শনার্থ গণসমষ্টির ফুলিয়া-যাত্রা—

অনন্ত অর্বুদ লোক হৈল খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে।।১৮৫।।
কেহ বান্ধে ভেলা কেহ ঘট বুকে করে।
কেহ বা কলার গাছ ধরিয়া সাঁতারে।।১৮৬।।
কত বা হইল লোক নাহি সমুচ্চয়।
যে যেমতে পারে,সেইমতে পার হয়।।১৮৭।।

শ্রীনিত্যানন্দ শচীদেবীকে বলিলেন যে, যখন তাঁহার পুত্র তাঁহার সকল ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তোমার আর চিন্তার কারণ নাই। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক, উভয় জগতেরই তিনি একমাত্র পালক। বাৎসল্য-রসের আশ্রয়বিগ্রহ ভগবানের পিতৃমাতৃবর্গ সকলেই সর্বতোভাবে ভগবানে সমর্পিতাত্মা। সুতরাং এই সকল বিষয় বুঝিয়া যাহা স্থির হয়, তদ্রূপ শচীদেবী অনুষ্ঠান করিতে পারেন।।১৬৮।।

পাসরি—ভুলিয়া।।১৭২।।

সজ্জ—সজ্জা, আয়োজন।।১৭৬।।

গৌরবিরোধী পাষণ্ডিগণ যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান-কালে নিন্দা করিয়াছিল, তাহারাও সকলেই অপরাধ-খণ্ডন-মানসে 'ফুলিয়া' নগরে শ্রীমহাপ্রভু আছেন জানিয়া যাত্রা করিল।।১৮২।।

গর্ভবতী নারী চলে ঘন শ্বাস বয়।
চৈতন্যের নাম করি' সেহ পার হয়।।১৮৮।।
অন্ধ, খোঁড়া লোক সব চলে সাথে সাথে।
চৈতন্যের নামেতে প্রশস্ত পথ দেখে।।১৮৯।।
সহস্র সহস্র লোক এক নায়ে চড়ে।
কত দূর গিয়া মাত্র নৌকা ডুবি' পড়ে।।১৯০।।
তথাপিহ চিত্তে কেহ বিষাদ না করে।
ভাসে সর্ব লোক 'হরি' বলে উচ্চৈঃস্বরে।।১৯১।।
হেন সে আনন্দ জন্মি' আছয়ে অন্তরে।
সর্ব-লোক ভাসে মহা আনন্দসাগরে।।১৯২।।
যে না জানে সাঁতারিতে, সেও ভাসে সুখে।
ঈশ্বর-প্রভাবে কূল পায় বিনা দুঃখে।।১৯৩।।
কত দিকে লোক পার হয় নাহি জানি।
সবে মাত্র চতুর্দিগে শুনি হরি-ধ্বনি।।১৯৪।।
এই মত আনন্দে চলিলা সব লোক।
পাসরিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা গৃহ-ধর্ম-শোক।।১৯৫।।
আইল সকল লোক ফুলিয়া-নগরে।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া 'হরি' বলে উচ্চৈঃস্বরে।।১৯৬।।

গণ-মুখে উচ্চ হরিধ্বনি-সংকীর্তন-পিতা গৌরসুন্দরকে আকর্ষণ—

শুনিয়া অপূর্ব অতি উচ্চ হরি-ধ্বনি।
বাহির হইলা তবে ন্যাসি-শিরোমণি।।১৯৭।।

নাম-কীর্তনপর গৌরসুন্দরের সকলকে দর্শন দান—

কি অপূর্ব শোভা সে কহিলে কিছু নয়।
কোটিচন্দ্র হেন আসি' করিল উদয়।।১৯৮।।
সর্বদা শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে'।
বলিতে আনন্দ-ধারা নিরবধি ঝরে।।১৯৯।।

লোকের আর্তি—

চতুর্দিগে সর্ব লোক দণ্ডবত হয়।
কে কা'র উপরে পড়ে নাহি সমুচ্চয়।।২০০।।
কন্টক ভূমিতে লোক নাহি করে ভয়।
আনন্দিত সর্বলোক দণ্ডবত হয়।।২০১।।
সর্ব লোক 'ত্রাহি ত্রাহি' বলে হাত তুলি'।
এমত করয়ে গৌরচন্দ্র কুতূহলী।।২০২।।
অনন্ত অর্বুদ লোক একত্র হইল।
কি প্রান্তর কিবা গ্রাম সকল পূরিল।।২০৩।।
নানা গ্রাম হইতে লোক লাগিল আসিতে।
কেহো নাহি যায় ঘর সে মুখ দেখিতে।।২০৪।।

ফুলিয়ায় লোকারণ্য ও গৌরচন্দ্রমুখ-দর্শন—

হইতে লাগিল বড় লোকের গহন।
'ফুলিয়া' পূরিল সব নগর কানন।।২০৫।।
দেখি' গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর।
সর্বলোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর।।২০৬।।

তথ্য। ত্বয়ি বিপ্রতিপথস্য তমেব শরণং মম। ভূমৌ স্খলিতপাদানং ভূমিরেবাবলম্বনম্।। (স্কান্দে মহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ডে ৭।১০১।। ১৮২-১৮৩।।

খেয়ারি----খেয়াঘাটের মাঝি।।১৮৫।।

নৃসিংহদেব-পল্লীর নিকট যে বর্তমান বাগ দেবীর খাল গঙ্গায় পড়িয়াছে, সেই স্থানে মহাপ্রভুর প্রকটকালে সরস্বতী বা খড়িয়া-নদী মিলিত হইয়াছিল। শ্রীমায়াপুর হইতে আরম্ভ করিয়া সুবর্ণবিহার, গোদ্রুম ও মধ্যদ্বীপ প্রভৃতি পার হইয়া খড়িয়ার 'খেয়া ঘাট' অবস্থিত ছিল। সে-স্থানে নদী পার হইয়া নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুর ও ফুলিয়ায় যাইতে হইত। সে-সময়ে নবদ্বীপ-নগর বেশ বিস্তৃত ছিল।।১৮৫।।

সমুচ্চয়----সংখ্যা।।১৮৭।।

খোঁড়া----খঞ্জ শব্দজ, পঙ্গু।।১৮৯।।

গহন----ভিড়।।২০৫।।

প্রভুর ফুলিয়া হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে গমন—

তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টি করিয়া সবারে।
চলিলেন শান্তিপুর-আচার্যের ঘরে।।২০৭।।

অদ্বৈতাচার্যের গৌরভক্তি—

সম্ভ্রমে অদ্বৈত দেখি' নিজ-প্রাণনাথ।
পাদপদ্মে পড়িলেন হই' দণ্ডপাত।।২০৮।।
আর্তনাদে লাগিলেন ক্রন্দন করিতে।
না ছাড়েন পাদপদ্ম দুই বাহু হৈতে।।২০৯।।
শ্রীচরণ-অভিষেক করি' প্রেমজলে।
দুই হস্তে তুলি প্রভু লইলেন কোলে।।২১০।।
আচার্য ভাসিলা ঠাকুরের প্রেমজলে।
আনন্দে মূর্ছিত হই' পড়ে পদতলে।।২১১।।
স্থির হই' ঠাকুর বসিলা কতক্ষণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে।।২১২।।

শিশু অচ্যুতানন্দ—

দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈত-তনয়।
নাম 'শ্রীঅচ্যুতানন্দ' মহাজ্যোতির্ময়।।২১৩।।
পরম সর্বজ্ঞ তিহোঁ অচিন্ত্যপ্রভাব।
যোগ্য অদ্বৈতের পুত্র সেই মহাভাগ।।২১৪।।
ধূলাময় সর্বাঙ্গ, হাসিতে হাসিতে।
জানিয়া আইলা প্রভু-চরণ দেখিতে।।২১৫।।

শিশু অচ্যুতানন্দের গৌরপদতলে লুণ্ঠন ও প্রভুর অচ্যুতকে ক্রোড়ে স্থাপন—

আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র-পদতলে।
ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে।।২১৬।।
প্রভু বলে—"অচ্যুত, আচার্য মোর পিতা।
সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই-ভ্রাতা।।"২১৭।।

বালক অচ্যুতের মুখে সিদ্ধান্ত-কথা—

অচ্যুত বলেন—"তুমি দৈবে জীব-সখা।
সবাকার বাপ তুমি এই বেদে লেখা।।"২১৮।।
হাসে' প্রভু ভক্তগণ অচ্যুত-বচনে।
বিস্ময় সবার বড় উপজিল মনে।।২১৯।।
"এ সকল কথা ত' শিশুর কভু নয়।
না জানি বা জন্মিয়াছে কোন্ মহাশয়।।"২২০।।

শ্রীনিত্যানন্দের ভক্তগণ-সঙ্গে নদীয়া হইতে আগমন—

হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত-নিত্যানন্দ।
আইলা নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ।।২২১।।
শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর।
লাগিলেন হরিধ্বনি করিতে প্রচুর।।২২২।।
দণ্ডবত হইয়া সকল ভক্তগণ।
ক্রন্দন করেন সবে ধরি' শ্রীচরণ।।২২৩।।

তথ্য। যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। (মুণ্ডক ১।১।৯) সর্বজ্ঞঃ সববিজ্ঞানাৎ সর্ব সর্বময়ো যতঃ।। (কৌর্মে)।।২১৪।।

১৪৩১ শকাব্দায় যখন শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহে গিয়াছিলেন, সেই-কালে অচ্যুতানন্দ পাঁচ-বৎসরের শিশুমাত্র ছিলেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ সম্ভবতঃ ১৪২৬ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সেই শিশু মহাপ্রভুকে বলিলেন—"তুমি জীবমাত্রেরই সখা, শ্রুতিশাস্ত্র তোমাকেই 'আকর-বস্তু' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।" 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' এবং "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" প্রভৃতি শ্রুতিবচন-সমূহের উদ্দিষ্ট বস্তু বলিয়া শ্রীচৈতন্যকে নির্ণয় করিলেন।।২১৮।।

তথ্য। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।। (মুণ্ডক ৩।১।১ শ্বেঃ ৪।৬-৭) দ্বৌ সুপর্ণৌ ভবতো, ব্রহ্মণোঽংশভূত স্তথেতরো ভোক্তা ভবতি, অন্যো হি সাক্ষী ভবতীতি। (গোপালোত্তরতাপনি ১।১৮) সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে। একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান।। (ভাঃ ১১।১১।৬) ন যস্য সখ্যং পুরুষোঽবৈতি সখ্যুঃ সখা বসন্ সংবসতঃ পুরেঽস্মিন্। গুণো যথা গুণিনো ব্যক্তদৃষ্টে তস্মৈ মহেশায় নমস্করোমি।। (৬।৪।২৪)।।২১৮।।

প্রভুর স্নেহ-কৃপা ও ভক্তগণের জীব-বন্ধন-বিনাশন আনন্দ ক্রন্দন—

সবারে করিলা প্রভু আলিঙ্গন দান।
সবেই প্রভুর নিজ-প্রাণের সমান।।২২৪।।
আর্তনাদে রোদন করয়ে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হয় সকল ভুবন।।২২৫।।
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে কান্দে সে সুকৃতি জন।
সে ধ্বনি-শ্রবণে সর্ব-বন্ধ-বিমোচন।।২২৬।।
চৈতন্য-প্রসাদে ব্যক্ত হৈল হেন ধন।
ব্রহ্মাদি-দুর্লভ-রস ভুঞ্জে যে-তে জন।।২২৭।।

মহাপ্রভুর নৃত্যারম্ভ—

ভক্তগণ দেখি' প্রভু পরম-হরিষে।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু নিজ-প্রেম-রসে।।২২৮।।
সত্বরে গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ।
'বোল বোল' বলি' প্রভু গর্জে ঘনে ঘন।।২২৯।।

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের ব্যবহার—

ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদ-ধূলী।।২৩০।।

মহাপ্রভুর অতিমর্ত্য কৃষ্ণ-প্রেম-লাস্য—

অশ্রু, কম্প, পুলক, হুঙ্কার, অট্টহাস।
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গীর প্রকাশ।।২৩১।।
কিবা সে মধুর পদ-চালন-ভঙ্গিমা।
কিবা সে শ্রীহস্ত-চালনাদির মহিমা।।২৩২।।
কি কহিব সে বা প্রেম-রসের মাধুরী।
আনন্দে তুলিয়া বাহু বলে 'হরি হরি'।।২৩৩।।
রসময় নৃত্য অতি অদ্ভুত-কথন।
দেখিয়া পরমানন্দে ডুবে ভক্তগণ।।২৩৪।।
হারাইয়াছিলা প্রভু সর্বভক্তগণ।
হেন প্রভু পুনর্বার দিলা দরশন।।২৩৫।।
আনন্দে নাহিক বাহ্য কাহারো শরীরে।
প্রভু বেঢ়ি সভেই উল্লাসে নৃত্য করে।।২৩৬।।
কেবা কা'র গা'য়ে পড়ে কেবা কা'রে ধরে।
কেবা কা'র চরণ ধরিয়া বক্ষে করে।।২৩৭।।
কেবা কা'রে ধরি' কান্দে, কেবা কিবা বোলে।
কেহো কিছু না জানে প্রেমের কুতূহলে।।২৩৮।।
সপার্ষদে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
এমত অপূর্ব হয় পৃথিবী-ভিতর।।২৩৯।।

কেবল 'হরিবোল'-ধ্বনি—

"হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই!"
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই।।২৪০।।
কি আনন্দ হইল সে অদ্বৈত-ভবনে।
সে মর্ম জানেন সবে সহস্রবদনে।।২৪১।।
আপনে ঠাকুর তবে ধরি' জনে জনে।
সর্ব-বৈষ্ণবেরে করে প্রেম-আলিঙ্গনে।।২৪২।।
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
বিশেষ আনন্দে মত্ত হয় ভক্তগণ।।২৪৩।।

হরি-নাম হুঙ্কারে নব-নবায়মান প্রেমোন্মাদ-প্রকাশ—

'হরি' বলি সর্ব-গণে করে সিংহনাদ।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরো সবার উন্মাদ।।২৪৪।।
সাঙ্গোপাঙ্গে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের পতি।
পদভরে টলমল করে বসুমতী।।২৪৫।।
নিত্যানন্দ প্রভুবর পরম-উদ্দাম।
চৈতন্য বেড়িয়া নাচে মহাজ্যোতির্ধাম।।২৪৬।।

সহস্রবদন—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু।।২৪১।।

তথ্য। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।। (কঠ ১।৩।১৫) সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্ যমনন্তং প্রচক্ষতে। সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম্।। (ভাঃ ৩।২৬।২৫) (ভাঃ ১০।৬৮।৪৬ দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।। (ভাঃ ১১।৫।৩২)।।২৪৫।।

আনন্দে অদ্বৈত নাচে—করয়ে হুঙ্কার।
সবেই চরণ ধরে—যে পায় যাহার।।২৪৭।।
নবদ্বীপে যেন হৈল আনন্দ-প্রকাশ।
সেইমত নৃত্য, গীত, সকল বিলাস।।২৪৮।।

মহাপ্রভুর বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন—

কথোক্ষণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
স্বানুভাবে বৈসে বিষ্ণু খট্টার উপর।।২৪৯।।
জোড়হাতে সবে রহিলেন চারি-ভিতে।
প্রভু লাগিলেন নিজ-তত্ত্ব প্রকাশিতে।।২৫০।।

স্বমুখে নিজতত্ত্ব-প্রকাশ—

"মুঞি কৃষ্ণ মুঞি রাম মুঞি নারায়ণ।
মুঞি মৎস্য মুঞি কূর্ম্ম বরাহ বামন।।২৫১।।
মুঞি বুদ্ধ কল্কি হংস মুঞি হলধর।
মুঞি পৃশ্নিগর্ভ হয়গ্রীব মহেশ্বর।।২৫২।।
মুঞি নীলাচলচন্দ্র কপিল নৃসিংহ।
দৃশ্যাদৃশ্য সব মোর চরণের ভৃঙ্গ।।২৫৩।।
মোর যশ গুণগ্রাম বোলে সর্ববেদে।
মোহারে সে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি সেবে।।২৫৪।।

বিপদ্বারণ মধুসূদন—

মুঞি সর্ব-কালরূপী ভক্তগণ বিনে।
সকল আপদ খণ্ডে' মোহার স্মরণে।।২৫৫।।

পাণ্ডব-বান্ধব পরমেশ্বর—

দ্রৌপদীরে লজ্জা হৈতে মুঞি উদ্ধারিলুঁ।
জউ-গৃহে মুঞি পঞ্চ-পাণ্ডবে রাখিলুঁ।।২৫৬।।

তথ্য। ভাঃ ১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।২৫২।।

নীলাচলচন্দ্র----শ্রীজগন্নাথ পুরুষোত্তম।।২৫৩।।

তথ্য। বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্মঃ বরাহো নৃসিংহো বামনো রামঃ রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহমমিতোঽহমনন্তো নৈবৈতে জায়ন্তে নৈতেযামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব এষ হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাপরমানন্দঃ।। (ইতি চতুর্বেদশিখায়াং) । নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ। হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধুকৈটভমৃত্যবে।। অকুপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে। ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ শূকরমূর্তয়ে।। নমস্তেঽদ্ভুতসিংহায় সাধুলোকভয়াপহ। বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ।। নমো ভৃগূণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবনচ্ছিদে। নমস্তে রঘুবর্যায় রাবণান্তকরায় চ।। নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়নিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ।। নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্য-দানবমোহিনে। ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিণে।।----(ভাঃ ১০।৪০।১৭-২২) মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহ-বরাহ-হংস, রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ। ত্বং পাসি-নাস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ, ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে।।(ভাঃ ১০।২।৪০) ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।। (ভাঃ ৭।৯।৩৮-৩৯) আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।। (ভাঃ ১০।৮।১৩)।।২৫১-২৫২।।

তথ্য। দাসভূতমিদং তস্য ব্রহ্মাদ্যসকলং জগৎ। দাসভূতমিদং তস্য জগৎ স্থাবরজঙ্গম।। (পাদ্মোত্তরে) স্বামীত্বং তু হরেরেব মুখামন্যত্রভৃত্যতা।। (মধ্ব ভাগবততাৎপর্য ৫।১০।১১) এবং ভাঃ ১০।৬৮।৩৭ দ্রষ্টব্য।।২৫৩।।

তথ্য। বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ (গীঃ ১৫।১৫) দেবোঽসুরো মনুষ্যো বা যক্ষো গন্ধর্ব এব বা। ভজন্মুকুন্দচরণং স্বস্তিমান্ স্যাদ্ যথা বয়ম্। (৭।৭।৫০) এয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ। উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজম্।। (ভাঃ১০।৮।৪৫)।।২৫৪।।

তথ্য। ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেহনিমিষ লেঢ়ি হেতিঃ। যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্।। (ভাঃ ৩।২৫।৩৮) অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি (ভাঃ ১২।১২।৫৫ এবং ভাঃ ১২।৩।৪৫ ও ৬।২।১৯ দ্রষ্টব্য।) একঙ্গশো ন দ্বিতীয় ইতি সর্বাদিসর্গতঃ। ন হি নশ্যন্তি তদ্ভক্তাঃ প্রকৃতিপ্রাকৃতে-লয়ে। তস্য ভক্তোত্তমানাং চ সততং স্মরণেন চ। আয়ুর্বয়ো ন হি ভবেৎ কথং মৃত্যুর্ভবিষ্যতি। ন বাসুদেব ভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ। তেষাং ভক্তোত্তমানাঞ্চ সততং স্মরণেন চ (নারদ-পঞ্চরাত্র ১।১৪।২৪-২৬)।।২৫৫।।

আর্তবন্ধু—

বৃকাসুর বধি' মুঞি রাখিলুঁ শঙ্কর।
মুঞি উদ্ধারিলুঁ মোর গজেন্দ্র কিঙ্কর।।২৫৭।।

ভক্ত-রক্ষক—

মুঞি সে করিলুঁ প্রহ্লাদের বিমোচন।
মুঞি সে করিলুঁ গোপবৃন্দের রক্ষণ।।২৫৮।।
মুঞি সে করিলুঁ পূর্ব অমৃতমন্থন।
বধিঞা অসুর, রক্ষা কৈলুঁ দেবগণ।।২৫৯।।

ভক্তদ্রোহী-বিনাশক—

মুঞি সে বধিলুঁ মোর ভক্তদ্রোহী কংস।
মুঞি সে করিলুঁ দুষ্ট রাবণ নির্বংশ।।২৬০।।

দর্পহারী ভগবান্—

মুঞি সে ধরিলুঁ বাম-হাতে গোবর্ধন।
মুঞি সে করিলুঁ কালি-নাগের দমন।।২৬১।।

সনাতনধর্মবর্মা যুগাবতারী—

মুঞি করোঁ সত্যযুগে তপস্যা-প্রচার।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ লাগি' করোঁ অবতার।।২৬২।।
এই মুঞি অবতীর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজাধর্ম বুঝাইলুঁ সকল লোকেরে।।২৬৩।।

অবতার-তত্ত্ব-বেদগুহ্য—

কত মোর অবতার বেদেও না জানে।
সম্প্রতি আইলুঁ মুঞি কীর্তন-কারণে।।২৬৪।।
কীর্তন-আরম্ভে প্রেমভক্তির বিলাস।
অতএব কলিযুগে আমার প্রকাশ।।২৬৫।।
সর্ব বেদে পুরাণে আশ্রয় মোর চায়।
ভক্তের আশ্রমে মুঞি থাকোঁ সর্বদায়।।২৬৬।।

ভক্তপ্রাণ ভগবান্—

ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই।।২৬৭।।

সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তবশ ভগবান্—

যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র-বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ-স্বভাব আমার।।২৬৮।।

পরিকর বৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব-প্রতিপাদন—

তোমরা সে জন্মজন্ম সংহতি আমার।
তোমা'-সবা' লাগি মোর সর্ব অবতার।।২৬৯।।
তিলার্ধেকো আমি তোমা'-সবারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি সবে সত্য জান' ইহা।।"২৭০।।

ভক্তগণের আনন্দ-ক্রন্দন—

এইমত প্রভু তত্ত্ব কহে করুণায়।
শুনি' সব ভক্তগণ কান্দে ঊর্ধ্ব-রায়।।২৭১।।
পুনঃ পুনঃ সবে দণ্ডপ্রণাম করিয়া।
উঠেন পড়েন কাকু করেন কান্দিয়া।।২৭২।।
কি আনন্দ হইল সে অদ্বৈতের ঘরে।
যে রস হইল পূর্বে নদীয়া নগরে।।২৭৩।।

জউগৃহে—জতু-গৃহে (গালার ঘরে)।।২৫৬।।

তথ্য। দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ—মহাভারত সভা পর্ব ৬৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।২৫৬।।

তথ্য। জতুগৃহ হইতে কৃষ্ণকর্তৃক পঞ্চপাণ্ডবের রক্ষা—মহাভারত আদিপর্ব ১৪১-১৪৯ অধ্যায়।।২৫৬।।

তথ্য। 'বৃকাসুর বধি' মুঞি রাখিলুঁ শঙ্কর'—ভাঃ ১০৮৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।২৫৭।।

তথ্য। শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ ২।৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।২৫৭।।

তথ্য। প্রহ্লাদ-বিমোচন, ভাঃ ৭।৮ দ্রষ্টব্য।।২৫৮।।

তথ্য। গোপবৃন্দের রক্ষণ—ভাঃ ১০।১৫, ১০।১৯, ১০।২৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।২৫৮।।

তথ্য। বিষজলাপ্যায়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ। বৃষ-ময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্ ঋষভ তে বয়ংরক্ষিতা মুহুঃ।" (ভাঃ ১০।৩১।৩)।।২৫৮।।

পূর্বদুঃখ বিদূরণ—

পূর্ণমনোরথ হইলেন ভক্তগণ।
যতেক পূর্বের দুঃখ হইল খণ্ডন।।২৭৪।।

ভক্তদুঃখহারী ভগবানের ভজন জীবের অবশ্য কর্তব্য—

প্রভু সে জানেন ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে।
হেন প্রভু দুঃখী জীব না ভজে কেমতে।।২৭৫।।

অদোষদর্শী, দয়ার সাগর গৌরচন্দ্র—

করুণাসাগর গৌরচন্দ্র মহাশয়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু, গুণমাত্র লয়।।২৭৬।।

ঐশ্বর্য্য-সম্বরণ ও বাহ্য-প্রকাশ—

ক্ষণেকে ঐশ্বর্য সম্বরিয়া মহাবীর।
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু হইলেন স্থির।।২৭৭।।

তথ্য। অমৃতমন্থন----ভাঃ ৮।৭-১০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।২৫৯।।

তথ্য। কংসবধ ভাঃ ১০।৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।২৬০।।

তথ্য। রাবণ-নির্বংশ----রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১০৯-১১১ সর্গ।।২৬০।।

তথ্য। গোবর্দ্ধন-ধারণ ভাঃ ১০।২৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।২৬১।।

তথ্য। কালীয়নাগের দমন ভাঃ ১০।১৬ অঃ দ্রষ্টব্য।।২৬১।।

তথ্য। কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।। (ভাঃ ১২।৩।৫২) কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।। (ভাঃ ১১।৫।৩২) ইত্যোহং কৃতসন্ন্যাসোঽবতরিষ্যামি কলৌ চতুঃসহস্রাব্দোপরি পঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো দীর্ঘাঙ্গঃ সর্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বরপ্রার্থিতো নিজরসাস্বাদো মিশ্রাখ্যো বিদিতযোগোঽস্যাম্।। (অথর্ববেদ তৃতীয়কাণ্ড-ধৃত বিষ্ণুসহস্রনাম।)।।২৬২-২৬৫।।

তথ্য। সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি (কঠ ১।২।১৭) মার্গন্তি মত্তে মুখপদ্মনীড়ৈশ্ছন্দঃ সুপর্ণৈর্ঋষয়ো বিবিক্তে। (ভাঃ ৫।৩।৪১) যদ্বিশ্রুতিঃ শ্রুতিনুতেদমলং পুনাতি পাদাবনেজনপয়শ্চ বচশ্চ শাস্ত্রম্।। (ভাঃ ১০।৮২।২৯) অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।। (ভাঃ ৯।৪।৬৩) নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা। শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা।। (ভাঃ ৯।৪।৬৪) ন হি ভক্তাৎ পরশ্চাত্মা প্রাণাশ্চাবয়বাদয়ঃ। ন লক্ষ্মীরাধিকা-বাণী-স্বয়ম্ভু-শম্ভুরেব চ। ভক্তপ্রাণো হি কৃষ্ণস্য কৃষ্ণপ্রাণা হি বৈষ্ণবাঃ। ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণশ্চ বৈষ্ণবাং স্তথা।। (নারদ পঃ ১।২।৩৫-৩৬) যথা শ্রিয়াঽভিযুক্তোঽহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ।। (গোপালতাপনি উত্তর তাঃ ৫৩)।।২৬৭।।

তথ্য। ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।। (ভাঃ ৯।৪।৬৬)।। ২৬৮।।

তথ্য। ভাঃ ৯।৪।৬৩----৬৮ দ্রষ্টব্য।।২৬৮।।

তথ্য। ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্। যদ্যদ্ধিয়া তে উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়।। (ভাঃ ৩।৯।১১) নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর। ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে।। (ভাঃ ১০।৫৯।২৫)।। ভাঃ ১০।২৭।১১ দ্রষ্টব্য।।২৬৯।।

উর্ব্বরায়----উচ্চৈঃস্বরে।।২৭১।।

কাকু----কাকুতি মিনতি।।২৭২।।

ভগবান্ জীবের দুঃখে কাতর হইয়া সেই দুঃখের বিমোচন-কল্পে কতই না দয়া করিয়া থাকেন। কিন্তু জীব অকৃতজ্ঞতাবশে তাঁহাকে ভজন করে না। প্রত্যুপকারবুদ্ধিতেও যদি দুঃখী জীবগণ তাঁহাকে তাহাদের দুঃখের অবসানকারী জানিয়া ভগবান্‌কে ভজন করে, তাহা হইলেও ভগবদ্‌বৈমুখ্য হইতে পরিত্রাণ পায়।।২৭৫।।

তথ্য। নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।। (পাদ্মোত্তরে ৭১ অধ্যায়)----২৭০।। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং (মুণ্ডক ৩।২।৯) নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদদুঃখচ্ছিদং তে মৃগয়ামি কঞ্চন। যো

ভক্তগণসহ স্নান-ভোজনাদি-লীলা—

সবারে লইয়া প্রভু গঙ্গাস্নানে গেলা।
জাহ্নবীতে বহুবিধ জলক্রীড়া কৈলা।।২৭৮।।
সবার সহিত আইলেন করি' স্নান।
তুলসীর প্রদক্ষিণ করি' জলদান।।২৭৯।।
বিষ্ণুগৃহে প্রদক্ষিণ, নমস্কার করি'।
সবা' লই' ভোজনে বসিলা গৌরহরি।।২৮০।।

বৃন্দাবনীয় লীলার পুনরাবৃত্তি—

মধ্যে বসিলেন প্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
চতুর্দিগে সর্ব-গণ বসিলেন রঙ্গে।।২৮১।।
সর্বাঙ্গে চন্দন—প্রভু প্রফুল্ল-বদন।
ভোজন করেন চতুর্দিগে ভক্তগণ।।২৮২।।
বৃন্দাবন-মধ্যে যেন গোপগণ-সঙ্গে।
রামকৃষ্ণ ভোজন করেন সেই রঙ্গে।।২৮৩।।
সেই সব কথা প্রভু সবারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।।২৮৪।।
কার শক্তি আছে ইহা সব বর্ণিবারে।
তাঁহার কৃপায় যেই বোলান যাহারে।।২৮৫।।

ভক্তগণের প্রভুর অবশেষপাত্র লুণ্ঠন—

ভোজন করিয়া প্রভু চলিলেন মাত্র।
ভক্তগণ লুঠি খাইলেন শেষ-পাত্র।।২৮৬।।
ভব্যভব্য বৃদ্ধ সব হৈলা শিশুমতি।
এইমত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি।।২৮৭।।

মৃগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্ময়া শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমাণয়া।। (ভাঃ ৪।৮।২৩) স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্। স এক এবেতরথা মিথো ভয়ং নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম্।। (ভাঃ ৫।১৮।২০) তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ। পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ।। (ভাঃ ১১।১৯।৯)।।২৭৫।।

ভগবান্ দোষপূর্ণ জীবের গুণ গ্রহণ করেন বলিয়া তিনি গুণগ্রাহী; তিনি অদোষদর্শী। পতিত জীব তাঁহার নিকট হইতে উৎসাহ না পাইলে কোন মতেই আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না।।২৭৬।।

তথ্য। অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।। (ভাঃ ৩।২।২৩)।।২৭৬।।

প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রত্যেক বৈষ্ণবের গৃহে একটি করিয়া বিষ্ণুমন্দির ছিল, যেখানে শালগ্রাম-শিলা পূজিত হইতেন। অবৈষ্ণবের গৃহে ইতর দেবস্থানকে 'চণ্ডীমণ্ডপ' বলে; আর বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের দেবস্থানকে 'বিষ্ণুগৃহ' ও 'তুলসীমণ্ডপ' বলে।।২৮০।।

তথ্য। ভাঃ ১০।১৩।৫-১১।।২৮৩-২৮৪।।

তথ্য। প্রসাদান্নিজনির্মাল্য-দানে শেষানুকীর্তিতা (বিশ্বঃ)।।২৮৬।।

তথ্য। ত্বয়োপভুক্তস্রগ্ গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ। উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি।। (ভাঃ ১১।৬।৪৬)

প্রভু কহে,—ভাল কৈলে, শাস্ত্র-আজ্ঞা হয়।

কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয়।। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৩৬)।।২৮৬।।

ভব্য গম্ভীর, শান্তশিষ্ট।

গম্ভীর প্রকৃতির বিচারকগণ স্ব-স্ব পরিণতবয়োধর্মে অবস্থিত হইয়াও বালকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-ভক্তি-বলে তাঁহাদের বাল-চাপল্যের ন্যায় ব্যবহার দৃষ্ট হইয়াছিল।।২৮৭।।

অপ্রাকৃত ফলশ্রুতি—

যে সুকৃতি-জন শুনে এ-সব আখ্যান।
তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান্।।২৮৮।।

পুনঃ প্রভু-সঙ্গে ভক্তগণ দরশন।
পুনর্বার ঐশ্বর্য-আবেশে সংকীর্তন।।২৮৯।।

সর্ববৈষ্ণবের প্রভু-সংহতি ভোজন।
ইহা যে শুনয়ে তাঁ'রে মিলে প্রেমধন।।২৯০।।

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।২৯১।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-গৃহে পুনঃসম্মেলনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য। ভব্যং শুভেচ, সত্যেচ, যোগ্যে ভাবিনি চ ত্রিষু—(মেদিনী)।।২৮৭।।

অনেক অর্বাচীন মনে করেন যে, নগরভ্রমণাদি, শোভা-যাত্রা-মুখে হরিসংকীর্তনে ঐশ্বর্যের প্রকাশ পায়। শ্রীগৌরসুন্দর উহাদের বিবর্তের অপনোদন-কল্পে ঐশ্বর্যাবেশে সঙ্কীর্তন করিলেন এবং সকল বৈষ্ণবের সহিত একত্র বসিয়া পংক্তি-ভোজন-লীলা প্রদর্শন করিলেন।।২৯০।।

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।